গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ

নং- অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/৯৫(অংশ-৩)/৭৬০ তারিখ:- ৫/৬/২০০২ ইং

বিষয় :- বাজেট বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার সংক্রান্ত।

লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের তামাদি এড়ানোর জন্য অর্থ বছরের শেষ পর্যায়ে এসে প্রয়োজনের সাথে সংগতি না রেখে অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রতিপালনীয় পদ্ধতি যথাযথ অনুসরণ না করে এভাবে অর্থ ব্যয়ের ফলে সরকারের সীমিত সম্পদের অপব্যবহার, অপচয় এবং নানা অনিয়মের সম্ভাবনা থাকে। সময়ের স্বল্পতাহেতু বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা কোন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে প্রয়োজনে পরবর্তী অর্থ বছরে নতুন বরাদ্দের আওতায় সে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা যায়।কাজেই অপরিহার্য্যতা না থাকা সত্বেও কেবল তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে তাড়াহুড়া করে বছরের শেষে অর্থ ব্যয়ের আবশ্যকতা নেই।

২। জাতীয় সংসদে নতুন বাজেট অনুমোদিত হওয়ার পরপরই বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের কর্মসূচী হাতে নেওয়া যেতে পারে এবং প্রচলিত বিধি বিধান অনুসারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কিস্তি ভিত্তিক সময়সূচী অনুযায়ী অর্থ ছাড় ও ব্যয় নিশ্চিত করতে পারে। কোন কারনে অর্থ বৎসরের শেষে ঐ বৎসরের বরাদ্দের বিপরীতে অর্থ ব্যয় না করার কারনে নতুন অর্থ বছরের বাজেটে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল প্রতীয়মান হলে বিষয়টি অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের নজরে আনলে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দানের বিষয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে। কাজেই অত্যাবশ্যকীয়তা না থাকলে অর্থ বৎসরের শেষে অর্থ ব্যয় পরিহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৩। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এখন থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রকল্পে/সংস্থায় অর্থ বছরের শেষ তিন মাসে ব্যয়িত অর্থের বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনা করা হবে।

স্বাক্ষর
(সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী)
যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন)
অর্থ বিভাগ।

বিতরণ :-

১। মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ।
২। সচিব,.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ।
৪। অতিরিক্ত সচিব-১/২, অর্থ বিভাগ।
৫। যুগ্ম-সচিব, উন্নয়ন/বাজেট/প্রশাসন, অর্থ বিভাগ।
৬। উপ-সচিব, উন্নয়ন-১/২/৩/৪, অর্থ বিভাগ।
৭। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ।